উইন্ পিকচার্স-এর রাগরঙ্গিম রসধারা

আবুহোসেন

11-7-52

রূপদানে

চন্দ্রাবতী-মহেন্দ্র গুপ্ত
মলিনা-কালী বন্দ্যোঃ
স্মৃতিরেখা-তুলসী চক্রঃ
গীতশ্রী - নৃপতি চট্টোঃ
রাজলক্ষ্মী-সন্তোষ দাস
বাণী গাঙ্গুলী-ক্ষিতিশ শেঠ

অন্যান্য ভূমিকায়

বীণা, মীনা, লক্ষ্মী, যমুনা, জয়শ্রী, বেলা, পুতুল, লীলা, কমলা, পঞ্চানন ভট্টাঃ, বানীবাবু, কালী-শঙ্কর, চন্দ্রশেখর, জীবন, অনাদি বন্দ্যোঃ, দেবু মুখার্জ্জি, কার্ত্তিকবন্দ্যোঃ, চিত্তসী, দ্বারিক ঘোষ, নগেন কুণ্ডু, গোপাল, মাষ্টার অরুন, আরও একহাজার একজন।

প্লে ব্যাক

সন্ধ্যা মুখোঃ, ধনঞ্জয় ভট্টাঃ
সুপ্রভা সরকার,
কালী মজুমদার
ভারতী মজুমদার।

প্রযোজনা — **জটাশঙ্কর ঠক্কর**

পরিচালনা — **রতন চট্টোপাধ্যায়**

চিত্রনাট্য — **মহেন্দ্র গুপ্ত**

সঙ্গীত-পরিচালনা — **দক্ষিণা মোহন ঠাকুর**

প্রধান শব্দযন্ত্রী — বাণী দত্ত
চিত্রশিল্পী — বিশু চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী—ঋষি বন্দ্যোঃ সহকারী—নির্ম্মল বিশ্বাস
শিল্প-নির্দ্দেশক—বীরেন নাগ সহঃ—কার্ত্তিক বোস
সহকারী — কে, এ, রেজা, গৌর মল্লিক, অমিয় ঘোষ ও বুলু দাশগুপ্ত।
নৃত্য-পরিচালনা-পিটার গোমেশ সহঃ-তপন সান্যাল,
গীতকার — শ্যামল গুপ্ত
যন্ত্র-সঙ্গীত—মঙ্গল বন্দোপাধ্যায়, টেগোরস্ অর্কেষ্ট্রা
সম্পাদনা—অজিত দাস, সহকারী—শান্তি মুখোঃ
প্রধান-কর্ম্মসচিব — গোবিন্দ বর্ম্মন
প্রধান ব্যবস্থাপক — লাল মোহন রায়
সহ-পরিচালনায় — রাজকৃষ্ণ হাজরা, বটকৃষ্ণ দাস, কার্ত্তিক ঘোষ, চিত্ত বন্দ্যোঃ
আলোক সম্পাত— হরেন গাঙ্গুলী, গণেশ সামন্ত, সুধীর, অভিমন্যু।
রসায়নাগার-ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ লিঃ
স্থিরচিত্রে — লাইট এণ্ড শেড্
পটভূমি রূপায়নে — শান্তি দাস
মৃৎ-শিল্পী — রামনিবাস ভট্টাঃ
রূপসজ্জায়—ত্রিলোচন পাল সহঃ—দেবী হালদার
সাজসজ্জায় — বৈজরাম শর্ম্মা
ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ ষ্টুডিও হইতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত।
একমাত্র পরিবেশক—**কিনে ক্রাফ্ট্ লিঃ**

M. S M.

[জন্ম ১৮৪৪ সালের ১৫শে ফেব্রুয়ারী। প্রথম অভিনয়-১৮৬৯ সালে 'সধবার একাদশী' নাটকে 'নিমচাঁদ'। শেষ অভিনয়-১৯১১ সালে ১৫ই জুলাই, 'বলিদান' নাটকে 'করুণাময়'। 'আবু-হোসেন' গীতিনাট্যের উদ্বোধন : মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ, ১৮৯৩, ২৫শে মার্চ্চ। মৃত্যু—১৯১২, ৮ই ফেব্রুয়ারী।]

তোমাকে নমস্কার, হে নটগুরু গিরিশচন্দ্র !
একাধারে নট ও নাট্যকারের দুর্লভ প্রতিভা নিয়ে তোমার আবির্ভাব। নাট্যশালা, নাটক ও নট নবভাবে গঠন করেছ তুমি, হে বঙ্গের প্রথম নটগুরু, জাতি তোমাকে কোনও দিনই বিস্মৃত হবে না। তোমার প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে মহাকালের নাট্যশালা পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত, তোমাকে অস্বীকার করবে কে ? গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত, তোমারই বিরচিত প্রথম গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' অর্দ্ধশতাব্দীকাল পরে আজ আমরা চিত্রাঞ্জলিরূপে তোমাকে অর্পন করছি, তুমি প্রসন্ন চিত্তে ইহা গ্রহণ কর, হে মহাকবি।

কাহিনী

অতি পুরাতন অথচ চিরনূতন আরব্য রজনীর একটি অনুপম কাহিনীর নায়ক আবুহোসেন পিতার মৃত্যুর পর দরাজ দু'হাতে সর্ব্বস্ব উড়িয়ে দিলো সুরা আর নারীর নেশায়। দুনিয়ার যত দীন দুঃখী অন্ধ আতুর জমায়েৎ হতো প্রতি সন্ধ্যায় আবুর বাড়ীর সামনে। পেটপুরে খেয়ে তারা আবুকে আশীর্ব্বাদ করে যেতো।

দিল-দরাজী আবুর ঐশ্বর্য্য উড়ে গেল ভোজবাজীর মতন। দরিদ্র আবুর মনটা রইলো তেমনি আমিরী চালে ভরা। প্রতি সন্ধায় একজন করে বিদেশী

অতিথিকে খাওয়াবার জন্যে আবুর মা আবুকে কিছু টাকা দিলেন। এক সন্ধ্যায় ইউফ্রেটিস নদীর ধারে বসে আছে আবু। বোগদাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদ ছদ্মবেশে বেরিয়েছেন নগর ভ্রমণে। বিদেশী সওদাগর মনে করে আবু তাঁকে তার গৃহে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানায়। খালিফ সম্মত হলেন।

অতিথির সম্বর্দ্ধনায় উৎসবের আয়োজন হয়। সুর আর সুরার উৎসব—নাচগানের জমাট মজলিস্।

শুরু হলো নাচ, নাচে যাযাবর
যুবতী মেয়ের দল···
বাজে রুম্ ঝুম্ পায়ের নূপুর
কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ!

গোলাপী নেশায় মশগুল আবু কথায় কথায় বিদেশী অতিথিকে বলে—যদি একদিনের জন্যও বোগদাদের খালিফ হতে পারতুম, বন্ধু!

—কি করতে তা হলে?

—তা হলে এ রাজ্যে দীন দুঃখী আর কেউ থাকতনা। খালিফকে শিখিয়ে দিতুম কেমন করে রাজ্য চালাতে হয়।

—খোদার মর্জি হলে সবই সম্ভব, বন্ধু। ছদ্মবেশী অতিথি হাসেন মনে মনে।

* * * *

ভোরের আলোয় ঘুম থেকে উঠে আবু দেখে তাজ্জব ব্যাপার। এযে প্রাসাদ!—চারিদিকে বিলাসের সহস্র উপকরণ, থরে থরে বেশবিলাসের সামগ্রী আর তাকে ঘিরে রয়েছে রূপসী তরুণীর দল। আভূমি হয়ে তারা নিঃশব্দে কুর্নিশজানায় তাকে—একেবারে তাজ্জব ব্যাপার! স্বপ্ন না সত্যি?—বন্দেগী জাঁহাপনা!

কুর্নিশ করে এসে দাঁড়ালো উজীর, দাঁড়ালো আরও কত মন্ত্রী।

—আমি কি তবে বাদশা?

বনিকপুত্র আবুহোসেন সত্যি এখন বাদশা—একরাত্রির জন্য।

বহুমূল্য দরবারী পোষাকে সজ্জিত হয়ে আবু এলো দরবারে। বিচারকের আসনে বসে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে সে বিস্মিত করে সকলকে। বিস্মিত হলো খালিফের পালিতা কন্যা রোশেনা যে বহুদিন আগে এই দরাজদিল যুবককে দেখে মনে মনে তার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল। আজ সে আবুর কাছে আত্ম-সমর্পন করতে চাইলো।

কিন্তু রাতের উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে আবুর একদিনের বাদশাহীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেল। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে আবু দেখে কোথায় গেল সেই প্রাসাদ, সেই দরবার, সেই ঐশ্বর্য্য, সেই উৎসব মদির রজনী। আর কোথায় বা গেল সারা দুনিয়ার সেরা সুন্দরী সেই রোশেনা?

উন্মাদ হয়ে গেল আবুহোসেন। পাগলা গারদে বসে সে কেবলি ভাবে রোশেনার কথা। ওদিকে প্রাসাদে বসে রোশেনা ভাবে কেবলি আবুর কথা। স্বপ্ন আবার সত্যি হলো একদিন। রোশেনার সঙ্গে খালিফের ঐশ্বর্য্য লাভ করলো আবু। কিন্তু বেহিসেবী আবু আর বিলাসী রোশেনা দু'দিনেই সে ঐশ্বর্য্য ফুঁকে দিল। তার পরের কাহিনী আরও চিত্তস্পন্দী—আর চমকপ্রদ।...

---

(১)

রুম্ তাক্ জিম্ তাক্ জিম্ তাক্ কুম্তা (হো)...
রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি রিনিকি ঝিনিকি ঝিনি...
রংগীলি রাত এলো রে ওই
হায়, রাত এলো রে ওই
প্রীতম কই, সে প্রীতম কই!

সাকী শোন, বুলবুলি হায়
গায় বাগিচায়,
"ক্ষত সুহানী
মস্ত জওয়ানী
নয়তো দুদিন বই!"

বাহারে ফুল জাগিয়ে যায়
আহা রে মন রাঙিয়ে যায়
আমি যে তাও অকেলা রই
প্রীতম কই?

মরমের দোর খোল্ রে
সরমের মান ভোল্ রে

পিয়া যে হায়
হিয়া যে চায়
—তার আমি কি নই।

(২)

হিয়া না জানে জাদু লাগালো (কে সে?)
জাদু লাগালো:
আঁখি ভুলায়ে নিদ্ ভাঙালো॥
ঘুমে নিরালী হায় রাতিয়া!
পিয়া কোথা সে গাহে পাপিয়া!
ব্যথা হ'য়ে কে ব্যথা জাগালো
নিদ্ ভাঙালো:
জাদু লাগালো (কে সে?)
জাদু লাগালো॥

আধো-চেনা সে' আধো-অচেনা
কে তারি লাগি' ঘুরে জানে না!
তারি খেয়ালে হায় মাতায়ে
গেল জমানা প্রীত জানায়ে
মনে মনে কে আশা জাগালো
নিদ্ ভাঙালো
জাদু লাগালো (কে সে?)
জাদু লাগালো॥

(৩)

-ঝাড়ুওয়ালী!
-ভিস্তিওয়ালা!
-ও বিবি! রাস্তা আগে সাফ করো।
-ও মিঞা! ভিস্তি খালি—জল ভরো॥
এইসা জঞ্জাল
হয়েছি মাজেহাল
হায় রে! বেকার এই কাম ক'রে যাই।
হয়তো বরাত জোর
মিলবে ইনাম তোর

-ওহো হো ! সেই খুশীতেই গান ধরো ॥
-ভিস্তি হুঁসিয়ার !
-ঝাড়ু খবরদার !
নোকরীর হয়না কো দিন হয় না রাত ।
পেঁয়াজ আর পয়জার
মিলবে দুই-ই তার
দেখবি সদরওয়ালার দরাজ হাত ।
এদেশে দাম ছোটো ভাই কাম বড়ো
ও বিবি ! রাস্তা আগে সাফ করো ॥

(৪)

তোমার গড়া এই দুনিয়ায়
ইনসানো কয় কাঁদি
হায় ! নীত প্রীত সব ঝুঠী হোলো
অচ্ছী সোনে চাঁদী !
দিল নাহি লাগে কাজে একা
দিন বয়ে যায় হায় রে
খেলা-ভাঙা খেলাঘরে
আশা কেঁদে ফিরে যায় রে ।

আসমানে তবু চাঁদ ওঠে
আজো মায়াময়
পাখী গাহে বনে ফুলে ফুলে
মধু-ভ'রে রয়
ইনসান্ শুধু দিশাহারা
পথ খুঁজে না পায় রে !

(৫)

ও পরদেসিয়া !
সুর্মা-আঁকা দুটি আঁখির
রোশনি জ্বালা মহফিলে
সাকীর গানে সুরের নেশা
নাও ভরে নাও ওই দিলে !
প্রেম-মুসাফির-তার ঠিকানা
বদনসি ব নেই-কো জানা ।
এই দুনিয়ায় খুশ্ নসিবীর
সেই পিয়ারা যায় মিলে ।
হায় দুদিনের সরাই-খানায়
জীবন কবে বিদায় জানায়—
দিল-পিয়াসা না মিটালে
পড়বে মিছে মুস্কিলে ॥

(৬)

কে গো তুমি ! বলো, কে গো তুমি !
রাতের স্বপনে ছিলে যে
ওগো, রাতের স্বপনে ছিলে যে
জীবন জুড়ে আমারি
কেগো তুমি ! কেগো তুমি ! কেগো তুমি !
মনেরি নিশানা পেয়ে যে তারি আজ এসেছ
আজ, এসেছ ভাবে দুলারী
জীবন জুড়ে আমারি ।

তুফানে তরী যে এলো কিনারে
দেখি গো সাথে যে নিয়ে বাহারে
এলো কিনারে নিয়ে বাহারে ।
হায় ! পিয়া রে বুঝি গো পাবে পিয়ারী
তাই, এসেছ ভাবে দুলারী
জীবন জুড়ে আমারি
কেগো তুমি ! কেগো তুমি ! কেগো তুমি !

আমারে কাঁদাতে মিটায়ে খেলা
হারায়ে যাবে তো ফুরালে বেলা
হায় ! মিলন লগনও নিয়ে তোমারি
জীবন জুড়ে আমারি
তাই এসেছ ভাবে দুলারী ।
কেগো তুমি ! কেগো তুমি ! কেগো তুমি !

(৭)

পিয়া ! পিয়া ! ও, পিয়া ! পিয়া !
আঁখিয়াঁ যে বলে হায়
রাতিয়া যে চ'লে যায়
হিয়া চাহে পিয়া সাথে মিলে হিয়া ॥
রুমঝুম নেচে তাই সাকী যে
আরো কাছে ইশারায় ডাকি যে
গুন্ গুন গুনগুনিয়ে
গানে যায় শুনিয়ে
সুরে সুরে মায়াজাল যায় বুনিয়ে
আঁখিয়াঁ যে বলে হায়
রাতিয়া যে চ'লে যায়
হিয়া চাহে পিয়া সাথে মিলে হিয়া ॥
ছলকে ছলকে আজ পেয়ালা
পিয়ে জা মতওয়ালা ! ও মতওয়ালা !

জওয়ানী যে ভুলিয়ে
দেয় জাদু বুলিয়ে
কালোমলো রূপে তার দেয় দুলিয়ে
আঁখিয়াঁ যে বলে হায়
রাতিয়া যে চলে যায়
হিয়া চাহে পিয়া সাথে মিলে হিয়া ॥

(৮)

তকদীর লিখে গেল এই জীবনে
বরবাদী মুহব্বত, ওগো প্রিয়া।
যত আশা জ্বলে যাবে আগ লেগে
আর টুটে যাবে হায় দিল-দুনিয়া ॥
মিছে একটি দিনের মেহমান ক'রে
নিয়ে গেলে তুমি কাছে ডেকে মোরে
তাও ভুল হোলো শেষে, মরমীয়া!
বরবাদী মুহব্বত, ওগো প্রিয়া!
দূরে আধ-রাতে শুকতারা জাগে
ছলোছলো চোখে বুঝি বিদায় মাগে।
তারি মুখপানে চেয়ে খুঁজি তোমায় (মিছে)
দোলা লাগে মনে, কোথা দিলরুবা হায়!
সেই একটি স্বপন ভোলেনা যে হিয়া
বরবাদী মুহব্বত, ওগো প্রিয়া !!

(৯)

হায় রে গোলাপ হায়! এই মরুবাগে
কী আশা মিটাতে তোর এত মায়া জাগে
খুশবুভরা ও ছসন পিয়ালা
মিলবে কোথা তোর দিল-দেনে-ওয়ালা?
প্রেম-দিওয়ানা আমি, সুন্দরী ফিরে চাও
সুন্দর ও গোলাপ দাও মোর হাতে দাও
হায় গো! দরদী জানে দরদে-রি জ্বালা
খুশবুভরা ও ছসন পিয়ালা
মিলবে যেথা তোর দিল-দেনে-ওয়ালা।
মাটিতে সে জেনো যাবে ঝরে কাল যাবে ঝরে
রবেগো সুরভি হিয়া ভ'রে মোর হিয়া ভ'রে
নিঠুর এ ধূলি তা' পলকে শুকাবে
তবু তো সে এসে স্মরণে লুকাবে
ভালোবাসার দান
হয়না কভু ম্লান
এই দুনিয়ায়
প্রেমিকের মনে সে যে চির-সুধা-ঢালা
খুশবুভরা ও ছসন পিয়ালা
মিলবে হেথা তোর দিল-দেনে-ওয়ালা ॥

(১০)

ও সাজন! দোলে হিয়া দোলে
তাই কোয়েলিয়া কুহু কুহু বোলে
ফুলকলিয়া আঁখি খোলে
দোলে হিয়া দোলে.. ...হিয়া দোলে
ও সাজন!
ও সাজন! হিয়া দোলে দোলে ॥
রিমঝিম ঝরে বাদল ছায়ে ঘটা ঘোর
ছায়ে ঘটা ঘোর! ছায়ে ঘটাঘোর!
গুরু গুরু মেঘ ডাকে নাচে প্রিয়া মোর
নাচে প্রিয়া মোর!
রিমঝিম ঝিম

রিম্‌ঝিম্‌ ঝিন্‌
রিম্‌ঝিম্‌ ঝিম ঝরে বাদল ছায়ে ঘটাঘোর।
প্রেম-দরিয়ায় নাও ভেসে চলে.....
প্রেম-দরিয়ায় নাও ভেসে চলে
ঢেউ লাগে মনে হায় গো!
দুটি জীবনের এই বেলা চুমে যায় গো!
খুশীর জোয়ারে ভাসে দুটি ফুল
মিলনের কলরোলে

কোয়েলিয়া কুহু কুহু বোলে.....
ফুলকলিয়া আঁখি খোলে.....
দোলে হিয়া দোলে.....
হিয়া দোলে.....ও সাজন
ও সাজন হিয়া দোলে দোলে!

স্বপ্নলোকের সুষমা আর কল্প-
লোকের মায়া-সরস বাস্তবতায়
রূপায়িত "আবুহোসেন" চিত্র।

উইন পিকচার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত; রাইজিং আর্ট কটেজ,
১০৩, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।